উমরের মতো শাসক চাই

অর্ধ জাহান শাসন করেও
ছিল যে উমর সাধারণ
ছিল না কোনো প্রহরী তাহার
উদার ছিল যাহার মন।

ন্যায় বিচারক ছিলেন তিনি
সবার ক্ষেত্রে সমতা
স্বীয় পুত্র অপরাধী
হয়নি তবুও মমতা।

দিবানিশি খোঁজ করিতেন ভুখা আছেন কোনজনা
নিদ্রা চোখে নাহি ছিল মনটা ছিল আনমনা।

উঁচু নিচু ভেদাভেদটা ছিল না তাঁর জীবনে
ধনী গরিব সবাই সমান
এটাই ছিল তাঁর মনে।

এমন শাসক চাই গো পেতে
প্রজার দরদ বুঝবে যে
সত্যবাদী ন্যায় পরায়ণ
উমর হয়ে আসবে সে।

সর্বনাশা মোবাইল গেম

ছোট বেলায় দেখতাম আমি
মাঠে খেলতো সবাই
এখন আসছে মোবাইল গেমস
মাঠে কেহ নাই।

মা বকতো ঘরে থাকতে
বাইরে কিসের খেলা?
কেউ এখন বাইরে যায়না
ঘরে কাটে বেলা।

মোবাইল ফোনে গেমের বাহার বাইরে যাবে কেন?
মোবাইল পেয়ে বাচ্চারা সব চাঁদ পেয়েছে যেন।

আবার ফিরে পেতে চাই
মধুর দিনগুলি
সবাই মিলে খেলতাম ফুটবল
হা-ডু-ডু আর ডাংগুলি।

পিছু ডাকে তবু

সেই শহরে আমার অবশিষ্ট বলে কিছু নেই
যা ছিল শৈশব,কৈশোর বা তরুণ সময়
সবটুকু জুড়ে আছে কালো ব্যানারে সাটানো না আছে রঙিন কোন স্মৃতি
না আছে কারো দরদী ভালোবাসা
না আছে কোন আপন মানুষ
অতীত ভাবলে শুধু বেদনার হুল ফোটে কলিজায় অতীত ভাবলে শুধু লোনাজলে চোখ ভরে যায় অতীত ভাবলে একটি অবহেলিত শিশু দেখতে পাই সেই অতীত, সেই শহর আমাকে আজো পিছু ডাকে কিসের মায়া তবে?
কার ভালোবাসা তবে?

অসভ্যতা লালন অশান্তির কারণ

যদি হয় খুন লিডারের গুণ,
সে জাতির কপালে লাগবে আগুন ৷
যদি হয় ধর্ষণ নেতৃত্বের লক্ষণ
সে জাতির ঘরে ঘরে শোনা যাবে ক্রন্দন ৷

নগ্নতার জয় চরিত্রের ক্ষয়
ধর্ষণের সেঞ্চুরী হবে দেশময় ৷ দুর্নীতিবাজ যদি পায় রাজ
বঞ্চনা, হতাশায় জ্বলবে সমাজ ৷

বিচারের হাত করে নিলে মাত
বেড়ে যায় অপরাধ শান্তি নিপাত ৷ হয়েছি স্বাধীন নই পরাধীন অন্যায় পাপাচার যাবে কোন দিন ?

প্রিয় বাংলাদেশ

দেশর কথা বলতে গিয়ে
গর্বে ভরে বুক,
সবুজ শ্যামল রূপের বাহার
হৃদে জাগে সুখ।
আম-জাম আর লিচু-কাঁঠাল
ছড়ায় মধুর ঘ্রাণ,
পেঁপে-বেল আর আখের শরবত শীতল করে প্রাণ।
তপ্তরোদে মাঠের বুকে চাষির কণ্ঠে গান,
খুশির দোলায় দুলতে থাকে দেখে সোনার ধান।
পাহাড়-পর্বত ঝর্ণাধারা নজর কাড়ে বেশ।

ছায়াঢাকা পাখি ডাকা
প্রিয় বাংলাদেশ।

অনুস্মৃতি

তোমার স্মৃতি না হয় একটু আমার প্রানে থাকুক
ওষ্ঠদ্বয়ের ঘ্রানটি তোমার আধার রাতে আসুক।
স্বপ্ন আমার হারিয়ে যাক স্বপ্ন হয়েই ভাসুক
কপোল বাওয়া চুলের ছুয়া না হয় গালে লাগুক।
শীতলপাটি বিছিয়ে দিয়ে গল্প না হয় বলুক
মন-পাগলার এমন ইচ্ছে না হয় পুর্ন হউক।
কষ্ট আমার প্রহর জুড়ে মোমের মতো গলুক
নোনা জলের বানে না হয় বালিশখানা ভিজুক।
একলা মনে একলা ক্ষনে তোমার কথাই ভাবুক
আমায় ছাড়া তোমার মনটি তোমার মতোই চলুক।

আমার বাংলা

রোজ ভোরে সুরে সুরে গায় গান দোয়েলে
তার সুর শুনে শুনে
সুর তোলে কোয়েলে।

পুকুরের জলে ভাসে
কি দারুন মাছ রে
দলে দলে দুলে দুলে
ছোটে ওই হাঁস রে।

নব ফুলে দেয় দোল
দখিনার বাতাসে
আকাশের ছবি যেন
নীল মাখা ছাতা সে।

রবিটার সোনা রোদ
দিয়েছে যে উঁকি রে
সাদা বক উড়ে যায়
যেন কত সুখি রে।

মক্তবে ছুটে চলা
শিশুদের মুখটা
দেখে কিযে সুখ লাগে
ভরে যায় বুকটা।

মধু মাস জ্যৈষ্ঠ

ঝড় বাদলের বোশেখ শেষে
এলো মধু মাস জ্যৈষ্ঠ
রোদ গরমে নতুন জামাই
হয়েছে যায় অতিষ্ঠ।

খাবে আম জাম কাঁঠাল লিচু জামাই খাটে বসে
মধুর মধুর ফলের রসে
মুখ হবে টসটসে।

জ্যৈষ্ঠের গরমে পাখা হাতে নববধু দাঁড়িয়ে
ঘনঘন নাড়া দিয়ে মাছিদের দিচ্ছে তাড়িয়ে।

তরমুজ কান্ড
বারী সুমন

পাশের বাড়ির জগলু মিয়া খেতে চাইলো তরমুজ
টাকা নিয়ে গঞ্জে ছুটলো তার ছোট ভাই হরমুজ।

কেজি দরে তরমুজ
বিক্রি করছে বেবাক
তাই দেখে হরমুজ
হয়ে গেলো নির্বাক।

আলু মরিচ বেগুন হলে
কেজি দরে মানায়
দেশী ফলের একি হাল
শরীরে কি টানায়?

তরমুজের এই লঙ্কা কান্ড বাড়ি ফিরে ভাইকে বলে কোন ক্ষতি হবেনা ভাই তরমুজ খাওয়া বাদ দিলে।

জগলু বলে ঠিকই বলছিস

ভাই আমার হরমুজ
বাদ দিলাম ক্রয় করা
কেজি দরে তরমুজ।

সোনার বাংলাদেশ -বিচিত্র কুমার

আঁকা-বাঁকা নদীর চিত্তে
সবুজ-শ্যামল দেশ,
মাছে-ভাতে বাঙালির
কাটে দিন বেশ।

মাঠে-ঘাটে সোনার ফসল মুখ তুলিয়ে হাসে,
বন-বাদাড়ে পাখপাখালি নীল আকাশে ভাসে।

ফুলে ফুলে প্রজাপতি
পাখ ছড়িয়ে থাকে,
দূর আকাশে রঙধনুটা
রঙের ছবি আঁকে।

সমুদ্র কূলে কী অপরূপ যেন জুড়ায় দেহপ্রান, বাউলেরা নেচে নেচে
গায় দেশের গান।

কোথায়ও নেইকো এমন মধুর সোনার বাংলাদেশ,
লাল সবুজের নিশান উড়ে দেখতে লাগে বেশ।

□□□□□□□□□□□,□□□□□□□